বার্ষিকউন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২৩-২০২৪

নাজিরপুর উপজেলা
পিরোজপুর

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২৩-২০২৪

প্রকাশকাল

জুন, ২০২৩

নাজিরপুর উপজেলা পরিষদ

পিরোজপুর

পৃষ্ঠপোষকতায়

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নাজিরপুর, পিরোজপুর
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নাজিরপুর, পিরোজপুর
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নাজিরপুর, পিরোজপুর

সম্পাদনায়

উপজেলা নির্বাহী অফিসার,নাজিরপুর, পিরোজপুর

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর

প্রকাশকাল

জুন, ২০২৩

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	মুখবন্ধ	৫
	বাণী	৬
১.	প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
১.১	উপজেলার পটভূমি	১১
১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস	১২
১.৩	উপজেলার মানচিত্র	১৩
১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি	১৪
১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি	১৪
১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন	১৫
১.৭	উপজেলার নদ-নদী	১৫
১.৮	উপজেলার যোগাযোগ	১৬
১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য	১৬
১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১৭
১.১১	উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব	১৯
২.	দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য	২১
২.২	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	
২.২.১	ইউনিয়ন	২৩
২.২.২	সমাজসেবা	২৪
২.২.৩	বিআরডিবি	২৭
২.২.৪	কৃষি	২৯
২.২.৫	উপজেলা শিক্ষা	৩১
২.২.৬	মৎস্য	৩৩
২.২.৭	উপজেলা স্বাস্থ্য	৩৪
২.২.৮	মহিলাবিষয়ক	৩৫
২.২.৯	ভুমি ও রাজস্ব	৩৭
২.২.১০	যোগাযোগ	৩৮
২.২.১১	পরিবার পরিকল্পনা	৩৮
২.২.১২	প্রাণী সম্পদ	৩৮
২.২.১৩	সমবায়	৩৮
২.২.১৪	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	৩৯
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
৩.১	পরিকল্পনা কি	৪২

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৩.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪৩
৩.৩	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল	৪৪
৩.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ	৪৫
৪.	চতুর্থ অধ্যায়(উপজেলার সম্পদ বিবরনী)	
৪.১	উপজেলার সম্পদ বিবরনী	৪৭
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষন)	
৫.১	অবস্থা বিশ্লেষন	৫০
৫.২	রুপকল্প নির্ধারণ	৫২
৫.৩	সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৫২
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	
৬.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৪
৬.২	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৬১
৭.	সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)	
৭.১	২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৯১
৮.	অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
৮.১	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য	৯২
৮.২	মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড	৯৩
৮.৩	মনিটরিং ফরম্যাট	৯৪
৮.৪	মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো	৯৬
৯.	নবম অধ্যায় (সচিত্র উপজেলা পরিষদ)	
৯.১	উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন	৯৭
১০.	ঈরিশিষ্ট	
১০.১	উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা	১০১
১০.২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা	১২০

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিরোজপুর উপজেলা পরিষদ ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কাজ হাতে নেয় এবং যথাসময়ে তা সম্পন্ন করে। নাজিরপুর উপজেলার আওতাভুক্ত ইউনিয়নসমুহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে পিরোজপুর উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে।

ডাঃ সঞ্জীব দাশ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাজিরপুর, পিরোজপুর

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

পিরোজপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর জেলার একটি ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য ব্যপার। তাই পিরোজপুর সদর উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের জন্য একটি "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরী করা হলে তার সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করে সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। তাই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতা কামনা করছি। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

মোঃ মোশারেফ হোসেন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
নাজিরপুর, পিরোজপুর

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

নাজিরপুর উপজেলা পিরোজপুর জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

২৩.০৬.২৩

ডাঃ সঞ্জীব দাশ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাজিরপুর, পিরোজপুর

প্রথম অধ্যায়

১.১উপজেলার পরিচিতি

উপজেলার সাধারণ তথ্য ঃ (এক নজরে নাজিরপুর উপজেলা)
উপজেলার জনসংখ্যা, আয়তন, ভোটার, প্রশাসনিক একক ইত্যাদি বিষয় একটি সারণীতে এবং শিক্ষা,স্বাস্থ্য, অবকঠামো,কৃষি ও সেচ ,মৎস,ভূমি, খাদ্য প্রভৃতি একাধিক সারণীতে তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ২৩৩.৬৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের নাজিরপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৮০৪০৮ জন।
পিরোজপুর জেলা সদর থেকে নাজিরপুর উপজেলার দুরত্ব মাত্র ২০ কি. মি.। সড়ক পথে পিরোজপুর সদর থেকে বাস/সিএনজি/কার/ মটরসাইকেল যোগে অতিসহজে নাজিরপুর উপজেলায় যাতায়াত করা যায় এবং সময় লাগে সর্বোচ্চ ১ ঘন্টা। নাজিরপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৮০৪০৮ জন (পুরুষ-৮৯৭১১ জন, মহিলা- ৯০৭৯৭জন)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.০৯ %।
১.২ ভৌগোলিক অবস্থানঃ
নাজিরপুর উপজেলার আয়তন ২৩৩.৬৩ বর্গ কিঃ মিঃ। ইহা ২২ডিগ্রী ৪০ মিনিট এবং ২২ ডিগ্রী ৫২ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯ ডিগ্রী ৫২ মিনিট এবং ৯০ ডিগ্রী ০৩ মিনিট ৮৯০৩৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মধ্যে নাজিরপুর উপজেলা অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগিপাড়া ও কোটলীপাড়া এবং বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা, পূর্বে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলা এবং পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলা, দক্ষিণে পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলা এবং বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলা । পশ্চিমে বাগেরহাট জেলার কচুয়া ও চিতলমারী উপজেলা অবস্থিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্থ-সামাজিক তথ্য

নাজিরপুর উপজেলার আয়তন ২৩৩.৬৩ বর্গ কিঃ মিঃ। ইহা ২২ডিগ্রী ৪০ মিনিট এবং ২২ ডিগ্রী ৫২ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৯ ডিগ্রী ৫২ মিনিট এবং ৯০ ডিগ্রী ০৩ মিনিট ৮৯০৩৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মধ্যে নাজিরপুর উপজেলা অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোপালগঞ্জ জেলার টুংগিপাড়া ও কোটলীপাড়া এবং বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা, পূর্বে বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলা এবং পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলা, দক্ষিণে পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলা এবং বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলা। পশ্চিমে বাগেরহাট জেলার কচুয়া ও চিতলমারী উপজেলা অবস্থিত।

উপজেলার আয়তন ২৩৩.৬৩ বর্গ কিঃ মিঃ।

১.৩ সাধারণ তথ্যঃ

১. জেলা সদর হতে দুরত্ব ২০ কি.মি.।
২. জনসংখ্যা ১৮০৪০৮ জন। (পুরুষ-৮৯৭১১ জন, মহিলা- ৯০৬৯৭ জন)
৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (বার্ষিক) জেলায় ০.০২% নাজিরপুর- ০.০৯%
৪. জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৮৯ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
৫. নির্বাচনী এলাকা ১২৭-পিরোজপুর-১
৬. ভোটার সংখ্যা ১২৩১১৩ জন (পুরুষ- ৬২৮৪০ জন, মহিলা- ৬০২৭৩ জন)
৭. ইউনিয়ন ৯ টি।
৮. মৌজা ৬৮ টি।
৯. গ্রাম ১৭১ টি।
১০. ডাক বাংলো ০২ টি।
১১. ব্যাংক শাখা ০৬ টি।
১২. সরকারি খাদ্য গুদাম ৪ টি।
১৩.টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ০১ টি।
১৪.পাঠাগার ০১ টি।
১৫.বেকার যুবক ৩৬,৬৬৮ জন। (মোট ভোটারের ২০%)

১৬.মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪৫৩ জন।(ভাতাভোগী)
১৭. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১ টি।
১৮.কমিউনিটি ক্লিনিক ৩৫ টি।
১৯. পাঁকা রাস্তা ৩৯.৮০ কি. মি.।

২০.কাঁচা রাস্তা ২৭.৫৮ কি. মি.।
২১.জলাশয় (খাস পুকুর) ১৪ টি।
২২.আশ্রয়ন প্রকল্প ১০ টি
২৩.ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১২ টি।
২৪. মোট কৃষি জমি ২৫,১০০ হেক্টর।
২৫. মসজিদ ৩৬৫ টি।
২৬. মন্দির ২০২ টি।
২৭. পোষ্ট অফিস ৯ টি।
২৮. সাব রেজিষ্টার অফিস ০১ টি।
২৯. পশু হাসপাতাল ০১ টি।
৩০.মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৭৩ টি।
৩১.মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫৪ টি (সরকারি- ১টি, নি¤œ মাধ্যমিক- ১০, মাধ্যমিক-

৪৩ টি)।
৩২.কলেজ ৮ টি।
৩৩/কারিগরি কলেজ ১ টি।
৩৪. ফাজিল মাদ্রাসা ১ টি।
৩৫. আলিম মাদ্রাসা
৩৬.দাখিল মাদ্রাসা ১২ টি।
৩৭.শিক্ষার হার ৫৯.৩ %।
৩৮.নদীর সংখ্যা ০২ টি (বলেশ্বর ও মধুমতি নদী)।
৩৯. উপজেলা ভূমি অফিস ০১ টি।
৪০.ষ্টেডিয়াম ০১ টি।
৪১.বেসরকারী সংস্থা (ঘএঙ) ২২ টি ।
৪২.মোট নিবন্ধিত সংগঠন ১১২ টি।
৪৩.ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ১০ টি।
৪৪.ইউনিয়ন ভূমি অফিস ০৮ টি।
৪৫.খাস জমির পরিমাণ ১৩০৮.৫৫ একর (কৃষি+অকৃষি)।
৪৬.রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা ১১ টি।
৪৭.রেন্ট সার্টিফিকেট মামলায় দাবীকৃত টাকার পরিমাণ ৩১,৬৩১/-
৪৮.ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৩-১৪) ১৯,২৩,০৪২/-
৪৯.আদায়ের হার(২০১২-১৩) ১২৪%।
৫০.ভূমি উন্নয়ন কর দাবী (২০১৪-১৫) ২৬,০৩,২৮১/-
তথ্য সূত্র ঃ আদম শুমারী-২০১১,

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

উপজেলা পরিষদ কার্যালয় ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবলঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জীপ চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি (মাষ্টাররোল)	১	১	০
৮	সুইপার (মাষ্টাররোল)	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৩	উপ সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	০
৪	হিসাব সহকারী	১	০	১
৫	জিপ চালক	১	১	০
৬	সার্টিফিকেট সহকারী	১	১	০
৭	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৮	জারীকারক	২	২	০
৯	দপ্তরী	১	১	০
১০	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
১১	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	১	১

২.২ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.২.১ ইউনিয়ন সমুহের তথ্য

ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড	আয়তন (একর)	জনসংখ্যা	মৌজার সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা
১ নং সিকদার মল্লিক	৬২৫১	১৭৩০৪	৮	২৩
২ নং কদমতলা	২৩৬৪	১৭৮২৪	৯	১৪
৩ নং দূর্গাপুর	৫৬৯৫.৮৮	৩৯৬৫২	৯	২৩
৪ নং কলাখালী	১৬৪২	১১১২৬	৮	১২
৫ নং টোনা	১৪৬০	১৩৫৫৭	৮	৮
৬নং শারিকতলা	৫৮৩৭	১৪০৪৫	১০	১৫
৭ নং শংকরপাশা	২৫১৯	২৯৯৬৫	১২	১৩

২.২.২ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ঃ

০১ প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ৭ টি
০২ প্রকল্পভূক্ত গ্রামের সংখ্যা ৯৮

০৩) জনবল কাঠামোঃ

নং	পদের নাম	মুঞ্জরী কৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১ টি	০১	-	
২	উচ্চমান সহকারী-যুক্ত-হিসা রক্ষক	০১ টি	০১	-	
৩	ফিল্ড সুপার ভাইজার	০১ টি	-	০১	পিআরএল ছুটিতে
৪	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেট	০১ টি	-	০১	বদলী জনিত কারণে
৫	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	০৯ টি	০৮	০১	ঐ
৬	কারিগরী প্রশিক্ষক	০৩ টি	০১	০২	পদোন্নতি কারণে
৭	অফিস সহায়ক	০১ টি	০১	-	
৮	নিরাপত্তা কর্মী	০১ টি	০১	-	
মোট		**১৮ টি**	**১৩ টি**	**০৫ টি**	

(ক) আর, এস,এস, কার্যক্রম ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃত অর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	রাজস্ব তহবিল	৩,৬০,০০০/	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	৩,২৩,০০০/-	-	১০০%
২	ইউনিসেফ তহবিল	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৪,০০,০০০/	৩,৯২,৪৯৫/	৭,৫০৫/-	৯৮%
৩	বিশেষ তহবিল	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	৬,০০,০০০/	-	১০০%
৪	উন্নয়ন ৫ম পর্ব	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	১১,৩২,৫০০/	-	১০০%
৫	উন্নয়ন ৬ষ্ঠ	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	১১,০০,০০০/-	-	১০০%
৬	সুদমুক্ত ঋণ তহবিল	৪৮,৫০,০০০/-	৪৮,৫০,০০০/-	৫৩,৩৫,০০০/	৪০,১৫,০০০/-	১৩,২০,০০০/-	
সর্বমোট		৮৪৪২৫০০/-	৮৪০৫৫০/-	৮৮৯০৫০০/-	৭৫৬২৯৯৫/-	১৩২৭৫০৫/-	৯৫%

খ) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পূনবার্সন কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	প্রাপ্ত বরাদ্ধ	বিনিয়োগকৃত অর্থ	আদায় যোগ্য অর্থ	আদায়কৃতঅর্থ	অনাদায়ী অর্থ	আদায়ের হার
১	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনবার্সন ঋণ কার্যক্রম	১৪,৮৭,১৮৭/	১৪,৭৭,১০০/-	১৪,৭৭,১০০/-	১১,৪২,৬০০/	৩,৩৪,৫০০/	৭৭%

গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০২২-২৩ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	১০,৫৮১ জন	১০৫৫ জন	১১,৬৩৬ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩১৯৮ জন	৩০৫ জন	৩৫০৩ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	২৪২৫ জন	২১৯ জন	২৬৪৪ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৭৪৪ জন	-	৭৪৪ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	১১৩ জন	-	১১৩ জন
৬	হিজড়া ভাতা	০৬ জন	০৬ জন	০৬ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১৫ জন	১৫ জন	১৫ জন

ঘ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ

ঘ) ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ড প্রাপ্ত এতিম খানার সংখ্যা	১২ টি	১০,৬৮,০০০/-	
ঙ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	৩২ টি		
চ) অনুদান প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দেয় অনুদান	১০ টি	১,২০,০০০/-	

ঙ) রোগী কল্যাণ সমিতিঃ

ক্র: নং	বিবরণ	কার্যক্রম	এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা রোগী কল্যান সমিতি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গফরগাঁও,ময়মনসিংহ ।	শুধু হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের বিনা মূল্যে ঔষধ,চশমা, ক্রেচ এবং অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	২০৫ জন	

চ) প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি ঃ

ক্রঃ নং	স্তর	জন	মাসিক হার	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রথমিক স্তর	৭৪ জন	৫০০/-	৪,৪৪,০০০/-
২	মাধ্যমিক স্তর	১৮ জন	৬০০/-	১,২৯৬০০/-
৩	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	১৪ জন	৭০০/-	১,১৭,৬০০/-
৪	উচ্চতর স্তর	০৭ জন	১২০০/-	১,০০,৮০০/-

	মোট			৭,৯২,০০০/-

ছ) দলিত/হরিজন শিক্ষা উপৃত্তিঃ

ক্রঃ নং	স্তর	জন	মাসি হার	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রথমিক স্তর	০৫ জন	৫০০/-	৩০,০০০/-
২	মাধ্যমিক স্তর	০৫ জন	৬০০/-	৩৬,০০০/-

২.২.৩ বিআরডিবি

০১) বিআরডিবি, ইউসিসিএ'র আওতাভূক্ত ঃ-

(ক) ইউনিয়নের সংখ্যা- ৭ টি (খ) গ্রামের সংখ্যা- ১০১ টি
(গ) পরিবার সংখ্যা- ১২৩২৪ টি (ঘ) মোট জনসংখ্যা- ১৭১০৯৭ জন।

০২)মূল কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৪১৬ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ২৭,৮৭৪ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ২৮,৯২,০০০/- টাকা (ঘ) সঞ্চয় আমানত- ২৬,৭১,০০০/- টাকা ।

০৩)মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ) এর তথ্যাবলী ঃ-

ক) মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৪৮ টি (খ) সদস্য সংখ্যা-১,৫৩৬ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ৫,০৭,০০০/- টাকা (ঘ) সঞ্চয় আমানত- ১২,৯৪,০০০/- টাকা ।

০৪)সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) দলের সংখ্যা- ৬০ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ১,৮৮৫ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ৬,৭৬,০০০/- টাকা ।

৫)পল্লী প্রগতি প্রকল্পের তথ্যাবলী ঃ-

(ক) দলের সংখ্যা- ১২ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ৫৪৭ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ১,৮৩,০০০/- টাকা ।

৬) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রশিক্ষণ সদস্য সংখ্যা-১৬০ জন (খ) ঋণী সদস্য সংখ্যা- ৯৪ জন ।

৭) অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) দলের সংখ্যা- ৩০ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ৭২৩ জন

(গ) সঞ্চয় আমানত- ১,৪৫,০০০/- টাকা ।

২.২.৪ কৃষি

ক্রঃ নং	বিবরণ		পরিমাণ
১.	মোট এলাকা		৪০১১৬ হেক্টর
২.	উপজেলার সংখ্যা		১
৩.	পৌরসভার সংখ্যা		১
৪.	ইউনিয়নের ষংখ্যা		৭
৫.	মৌজার সংখ্যা		৮২
৬.	গ্রামের সংখ্যা		১০১
৭.	কৃষি ব্লকের সংখ্যা		৪৬
৮.	জন সংখ্যা		৪৭০৩৮৯
৯.	ঈুরুষ		২৩৫২১০
১০.	এহিলা		২৩৫১৭৯
১১.	মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা		৫৮০৩২৪
১২.	কৃষক শ্রেণী (সংখ্যায়)		
	ক) ভূমিহীন		২৭.৩১%
	খ) প্রান্তিক		৪১.৯৮%
	গ) ক্ষুদ্র		১৭.৪৯%
	ঘ) মাঝারী		১০.৯৩%
	ঙ) বড়		২.২৯%
১৩.	মোট জমি (হেঃ)		৪০১১৬
১৪.	স্থায়ী পতিত (হেঃ)		৫৫০
১৫.	অস্থায়ী পতিত (হেঃ		৪৬৫
১৬.	বনভূমি (হেঃ)		২২৮
১৭.	নীট ফসলী জমি (হেঃ)		৩০৯৪০
১৮.	এক ফসলী জমি (হেঃ)		৩১১০
১৯.	দো-ফসলী জমি (হেঃ)		২২১৯০
২০.	তিন ফসলী জমি (হেঃ)		৫৬৪০
২১.	চার ফসলী জমি (হেঃ)		৮৫০
২২.	মোট ফসলী জমি (হেঃ)		৬৪৪১০
২৩.	ফসলের নিবিড়তা (%)		২০৮%
২৪.	উচু জমি	৩৭.২%	১৮৮৩৪ হেঃ

২৫.	সমতল জমি	৪১.২%	৫৭৭৬ হেঃ
২৬.	মধ্যম নীচু জমি	১৫.৭%	৫৩৮০ হেঃ
২৭.	নীচু জমি	৪.৯%	৯৫০ হেঃ
২৮.	অতি নীচু	১ %	৪০১ হেঃ
২৯.	নীট চর এলাকা		১৪৮ হেঃ
৩০	বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)		২১০-২৫০
৩১	উপজেলার সর্ব্বোচ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		৩৫°
৩২	উপজেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		১২°
৩৩	বিসিআইসি সার ডিলার সংখ্যা		১৬
৩৪	খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা		১১৭
৩৫	বিএডিসি বীজ ডিলার সংখ্যা		৩২
৩৬	পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা		৮
৩৭	খুচরা বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা		১১০
৩৮	নার্সারী সংখ্যাঃ		
	ক) সরকারী		১
	খ) বেসরকারী		২৯
৩৯	কোল্ডষ্টোরের সংখ্যা		
	ক) সরকারী		-
	খ) বেসরকারী		১
৪০	মোট খাদ্যশস্য চাহিদা (মেঃ টন)		৯৬৭৮১
৪১	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (মেঃ টন)		১৬৬৫৩৪
৪২	খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-) (বীজ ও অপচয় বাদে)		৬৯৭৫৩(+)
৪৩	সেচ যন্ত্র ব্যবহারের সংখ্যা		
	ক) গভীর নলকুপ		৩৮০
	খ) অগভীর নলকুপ		১৯১১
	গ) পাওয়ার পাম্প		৫৯৭
	ঘ) রোয়ার পাম্প		০
	ঙ) ট্রেডল পাম্প		০
৪৪	সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)		২৬৯৫০
৪৫	সেচকৃত জমির হার (%)		৪৩%
৪৬	সয়েল মিনিল্যাবের সংখ্যা		৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া তৈরী মেশিনের সংখ্যা		১৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটরের সংখ্যা		৪৮
৪৮	NPK তৈরীর কারখানার সংখ্যা		২
৪৯	ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এ SAAOঅফিসের সংখ্যা		৫
৫০	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের সংখ্যা		৫
৫১	জেলার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা		৫
৫২	আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা		৫

২.২.৫ উপজেলা শিক্ষা অফিস

অফিস জনবল

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	১০	০৭	০৩
উচ্চমান সহকারী	০১	০১	০০
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩	০৩	০০
হিসাব সহকারী	০১	০০	০১
অফিস সহায়ক	০১	০১	০০

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

প ২০২২

বয়স	বালক	বালিকা	মোট
৫ +	৫৭৬০	৬৩৬৩	১২১২৩
৬+	৮০৯৪	৮৯৫৫	১৭০৪৯
৭+	৭৯০৪	৮৭১৮	১৬৬২২
৮+	৭৭০০	৮২৯৮	১৫৯৯৮
৯+	৭৫৯৬	৮১২৯	১৫৭২৫
১০+	৭০০২	৭৩১০	১৪৩১২
মোট	৪৪০৫৬	৪৭৭৭৩	৯১৮২৯

ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

শ্রেণি	বালক	বালিকা	মোট
প্রাক প্রাথমিক	৪০৯৫	৪৫১২	৮৬০৭
১ম শ্রেণি	৮০৩৯	৮৮৩৯	১৬৮৭৮
২য় শ্রেণি	৭৮৩৩	৮৬২২	১৬৪৫৫
৩য় শ্রেণি	৭৬১৫	৮২২৩	১৫৮৩৮
৪র্থ শ্রেণি	৭৫৭০	৭৯৯৮	১৫৫৬৮
৫ম শ্রেণি	৬৮৯১	৭২৭৮	১৪১৬৯
মোট	৪২০৪৩	৪৫৪৭২	৮৭৫১৫

ভর্তির হার ৯৯% ।

২.২.৬ মৎস্য সংক্রান্ত

এক নজরে মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	ডবষয়	বিবরণ/সংখ্যা
১	আয়তন	৪০১.১৬ ব.কিমি
২	লোক সংখ্যা	৪১৩৪৮৮ জন
৩	মৎস্য চাষীর সংখ্যা	১৬২০০ জন
৪	মৎস্যজীবির সংখ্যা	৫২৩০ জন
	মৎস্য খাদ্য কারখানা	
৫	বরফকল	৪ টি
৬	মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা	৪ টি
৭	সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা	০
.৮	বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (নিবন্ধিত)	২ টি
৯	জেলের সংখ্যা	৩৫৫০ জন
১০	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	২৭১৮ জন
১১	আইডি কার্ড বিতরণ	২১২৪
১২	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (পাইকারী)	০
১৩	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (খুচরা)	২ টি
১৪	পোনা ব্যবসায়ী	২৬ জন
১৫	পোনার চাহিদা	২০৭ লক্ষ
১৬	পোনার উৎপাদন	১.৯ লক্ষ
১৭	রেনু উৎপাদন	১১০০ কেজি
১৮	মোট মাছের চাহিদা	১২৩০১ মেট্রিক টন
১৯	মোট মাছ উৎপাদন	২৪৬৩৭ মেট্রিক টন
২০	উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান	১২৩৩৬ মেট্রিক টন

মৎস্য খামার ও উন্মুক্ত জলাশয় সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (হেক্টর)
১	বানিজ্যিক পুকুর	১৪১৩৫	২৩৬০.৪	২০৮২৫
২	অবানিজ্যিক পুকুর	২৪১	৪১	৬১
৩	মোট পুকুর	১৪৩৭৬	২৪০১.৪	২০৮৮৬
৪	নদী	৩	১৭২০	৩৬০
৫	বিল/জলমহাল	৯৫	১৫৯০	১১৭০
৬	প্লাবন ভুমি		৬৭০১	২১৩০
৭	বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত		১৭৯	৯১
	মোট			২৪৬৩৭

২.২.৭ উপজেলা স্বাস্থ্য

জনবল কাঠামোঃ

উপজেলা	মেডিকেল অফিসার			জুনিয়র কনসালট্যান্ট			সিনিয়র স্টাফ নার্স			৩য় শ্রেনী			৪র্থ শ্রেনী		
	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী	পদ সংখ্যা	কর্মরত	খালী
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৭	৫	২	১০	৩	৭	২০	১৮	২	১৫২	১৩৩	১৯	২০	১৭	৩
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪	৩	১	০	০	০	০	০	০	৮	৬	২	৪	৪	০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১০	৮	২	০	০	০	০	০	০	১০	৬	২	০	০	০

২.২.৮ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান

* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি

* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামজিক সুরক্ষা

* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান

* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং

* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও কর্মসূচী সমূহ ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন

* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ

*সেবাদান মূলক

*মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজ সমূহঃ

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্য়ক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষন প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশ্রগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী
- দুঃস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে = ৫০০/-করে।

- পৌরসভার কর্মজীবি মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে=৫০০/- করে। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা=৪০০ জন।
- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহীংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ্ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নির্যাতিত,দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জনসচেনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহন করা
- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তাপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র"অঙ্গন্" এর মাধ্যমে দুঃস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যেক্তাদের উৎপাদিত হস্থশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতরকরণে সহায়তা করা।
- সেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন,নিয়ন্ত্রন,ও তদারকীসহ সংগঠন সমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২.২.৯ ভূমি ও রাজস্ব

মৌজা	৮২ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৭ টি
পৌর ভূমি অফিস	০১ টি
মোট খাস জমি	১৬৯০.৬১ একর
কৃষি	১৬৭.৩৯ একর
অকৃষি	১৫২৩.২২ একর
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি	১৪.৭১ একর (কৃষি)

বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী)	সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- সংস্থা = ১,৮৮,০৪,৭৪৭/-
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়)	সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই

২.২.১০ যোগাযোগ

পাকা রাস্তা	১৪৭.০০ কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা	৮.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা	৩৩৪ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা	৪৬৬ টি
নদীর সংখ্যা	০২ টি

২.২.১১ পরিবার পরিকল্পনা

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ()	১১ টি
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	০৪ টি
এম.সি.এইচ. ইউনিট	০৪ টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	৮৭,০৮০ জন
বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	৬৮,১১৪ জন

২.২.১২ প্রাণি সম্পদ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা	০৩ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা	১১ টি
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধে ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার	অসংখ্য
গবাদিও পশুর খামার	২২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	৯৬ টি

২.২.১৩ সমবায়

কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	৭ টি
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৭ টি
যুব সমবায় সমিতি লিঃ	১১ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০৫ টি
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	১২০ টি
পুরুষ বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৬ টি
মহিলা বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৭ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	০৫ টি
চালক সমবায় সমিতি	৩ টি

২.২.১৪ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদেও সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুন্য পদেও সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	--	
২	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	--	
৩	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	১	১	--	
৪	হিসাব রক্ষক	১	১	--	
৫	অফিস সহকারী/ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	১	১	--	
৬	অফিস সহায়ক	১	১	--	
৭	গার্ড	১	১	--	
	মোট =	৭	৭	--	

UITRCE, ব্যানবেইস'র জনবল কাঠামো:

ক্রঃনং	পদেও নাম	মঞ্জুরীকৃত পদেও সংখ্যা	কর্মরত পদেও সংখ্যা	শুন্য পদেও সংখ্যা	মন্তব্য
১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	---	১	
২	কম্পিউটার অপারেটর	১	--	১	
৩	ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট	১	১	----	

৪	নিরাপত্তা প্রহরী	১	১	----	
৫	পরিছন্নতা কর্মী	১	--	১	
	মোট=	৫	২	৩	

স্তর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

ক্রঃনং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডিগ্রি/অনার্স	৪	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	৭	
৩	উচ্চ মাধ্যমিক (কারিগরি)	৩	
৪	মাধ্যমিক	৬৪	
৫	নিম্নমাধ্যমিক	১১	
৬	ফাজিল	৯	
৭	আলিম	৩	
৮	দাখিল	৫১	
	সর্বমোট =	১৫২	

বিদ্যালয় ও মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা:

ক্রঃনং	ধরণ	শিক্ষক সংখ্যা	মন্তব্য
১	বিদ্যালয়	৭৫৬	
২	মাদরাসা	৯৪৭	

অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী সংখ্যা:

ক্রঃনং	পর্যায়	শিক্ষার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১	কজেল	৩৩৪০	
২	বিদ্যালয়	৩৭২৯৩	
৩	মাদরাসা	১৪০৭৩	
	সর্বমোট =	৫৪৭০৬	

উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা:

ক্রঃনং	পর্যায়	উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
১	স্নাতক	২৭৭	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	১০৫৭	
৩	মাধ্যমিক	১৩১১৬	
	সর্বমোট =	১৪৪৫০	

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গস্থহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এঁা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উ্দ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এয়াড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

- ***উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা***

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও এশটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা,

এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এাঁ জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

- ***উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা***

উপজেলা পরিষদেও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গস্থহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

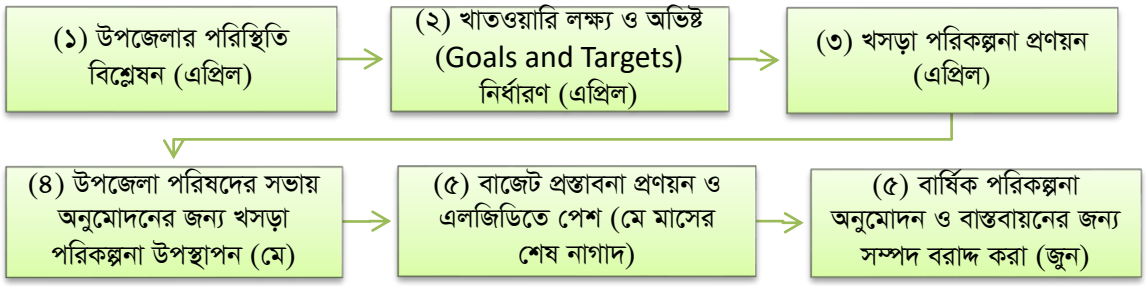

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

পরিকল্পনার ফরম্যাট

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	গময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প
উপজেলায় জাতীয় প্রকল্পসমূহ	উপজেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ	শিল্প/বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ ব্যাংকিং/ঋণ কর্মসূচি	সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার প্রকল্প এনজিওসমূহের প্রকল্প সিএসও'র প্রকল্পসমূহ
জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের প্রকল্প	জেলা পরিষদের প্রকল্পসমূহ		
সরকারি বিভাগসমূহের ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রকল্প	পৌরসভার প্রকল্পসমূহ		
	ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পসমূহ		

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	১৭৮০২০০০.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	১,২২,০১,০০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	
৫	পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	৫,১৬,৬২,১৯৭.০০
৭	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP)	৪০,০০,০০০.০০
৮	এনজিও/ সিএসও প্রকল্প	
৯	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রুপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনারলক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষন

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্ড়েব উপজেলার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য **ক্ষতিকর**
	সক্ষমতার দিক (Strength)	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
অভ্যন্তরীণ **প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য**	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দ্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় µমাগত বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
	সুযোগের দিক (Opportunities)	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
বাহ্যিক **পরিবেশগত বৈশিষ্ট**	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী µয় প্রµিয়ায় অস্বচ্ছতা

৫.১ অবস্থা বিশ্লেষন

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৯৫০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	৩৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	২৫০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে, ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মান করা হবে, খেয়াঘাটগুলোতে ঘাটলা নির্মান করা হবে।	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যনিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০ টিগভীর টিউবেউল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ধীরগতি।	সকল ইউনিয়ন ও ৫০ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৪০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব, অবকাঠামোগত দুর্ভলতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	ছাত্রীদের জন্য কমনরুম নির্মান, বেঞ্চ সরবরাহ, শ্রেণিকক্ষ নির্মান, ফ্যান ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা।	২০ টি মাধ্যমিক স্কুলে বেঞ্চ সরবরাহ করা হবে, ৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য কমনরুম এবং ৫ টি প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্তি শ্রেণিকক্ষ নির্মান করা হবে। ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এর ফলে ৪০ টি	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)

						স্কুলে উপস্থিতি বাড়বে এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে।	
কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীৎনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

৫.২ রুপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে পিরোজপুর সদর উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ব বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ১৫টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। পৌর এলাকায় ২ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬০টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে

			১। মিড ডে চালুকরণ ২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	১। ২৩৯ টি স্কুলে মিড ডে চালু ২। ২৩৯ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেক্ষন
৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম
জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ	
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত কওে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।১ লক্ষ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভুমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান	
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর	
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ৪৯১টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারী সেবা সমুহ জনগনের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং উপজেলায় পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডে তহবিল হস্তান্তর। যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০১৬ হইতে ডিসেম্বর, ২০২৪	

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
০১	সিকদারমল্লিক	০৫নং ওয়ার্ড নারায়ন দাসের বাড়ির সামনে ইট সলিং রাস্তা হতে মোশারেফ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করন।	১,৫০,০০০/-	
০২	কদমতলা	কদমতলা ইউনিয়নের খানাকুনিয়ারী গ্রামের ০৫নং ওয়ার্ডের আজাহার সুপারের বাড়ির সামনের খালে ঘাটলা নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-	
০৩	কদমতলা	কদমতলা ইউনিয়নের ০৪নং ওয়াডের্র শিক্ষক নিরঞ্জন বাবুর বাড়ি হইতে গৌতম দত্তের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটসোলিংকরণ।	১,৫০,০০০/-	
০৪	দুর্গাপুর	দুর্গাপুর ইউনিয়নের ০৫নং ওয়াডের্র বৈদ্য বাড়ির গার্ডার ব্রীজ হইতে মন্ডল বাড়ির স্কুল পর্যন্ত রাস্তা ইটসোলিংকরণ।	১,৫০,০০০/-	
০৫	টোনা	টোনা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেবাশ্রম মন্দিরের বারান্দার ছাদ নির্মাণ।	১,৫০,০০০/-	
০৬	টোনা	টোনা ইউনিয়নের ০৭নং ওয়াডের্র ওদনকাঠী গ্রামের সলেমানের বাড়ি থেকে খান বাড়ি হইয়া আবাসন পর্যন্ত রাস্তা ইটসোলিংকরণ।	১,৫০,০০০/-	
০৭	টোনা	টোনা ইউনিয়নের ০৬নং ওয়াডের্র তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মূখে জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা মেরামত।	১,৫০,০০০/-	
০৮	টোনা	টোনা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের ওদনকাঠী নুর ইসলাম সিকদার এর বাড়ি হইতে একরাম সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটসোলিংকরণ।	১,৫০,০০০/-	
০৯	কলাখালী	কলাখালী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের দেবীপুর হাবিব মাষ্টারের বাড়ির সামনে থেকে শাহ আলম খান এর বাড়ির সামনে লোহার পুল পর্যন্ত রাস্তায় ইটসোলিংকরণ।	১,৫০,০০০/-	
১০	শংকরপাশা	শংকরপাশা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের এসাহাক আলী মহাজনের বাড়ির সামনে থেকে হারুন সেখের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা ইটসোলিং করণ।	১,৫০,০০০/-	
১১	সিকদারমল্লিক	সিকদারমল্লিক ইউনিয়নের ০৮ নং ওয়ার্ডের জুজখোলা সাবু খানের বাড়ীর পিছনে থেকে সালেক খানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ।	২.০০	PIC
১২	সিকদারমল্লিক	২নং ওয়ার্ড পূর্ব সিকদারমল্লিক হাওলা নুরাণী মসজিদ হতে মোঃ বেলায়েত হোসেন বাচ্চু মৃধা এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ	১.৫	
১৩	কদমতলা	কদমতলা ইউনিয়নের ভোরা ০৮নং ওয়ার্ডের হেমায়েত উদ্দিন খানের বাড়ী হতে মোস্তাফিজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ।	১.৫	PIC
১৪	কদমতলা	ক. কদমতলা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ভৈরমপুর শাহাদাৎ হাওলাদারের হোটেল এর সামনে	২.০০	

		ব্রীজ সংস্কার .....১.০০ খ. কদমতলা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কহিনুর ডেইরি ফার্মের সামনে ড্রেন নির্মাণ.....১.০০		
১৫	দূর্গাপুর	দূর্গাপুর ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের মধ্য দূর্গাপুর বাইতুল হুদা জামে মসজিদের পঃ পাশে সিকদার বাড়ীর সামনে ঘাটলা নির্মাণ।	২.০০	PIC
১৬	দূর্গাপুর	দূর্গাপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের পঃ চুঙ্গাপাশা ফরাজী মাজার জামে মসজিদে টাইলস স্থাপণ।	২.০০	PIC
১৭	টোনা	টোনা ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের পূর্ব পালপাড়া শ্রী শ্রী রাধা রমন মন্দির এর সামনে নাত মন্দির নির্মাণ।	২.০০	PIC
১৮	শংকরপাশা	শংকরপাশা ইউনিয়নের ০২নং ওয়ার্ডের নামাজপুর মধু কমিশনারের চাতালের সামনে ব্রীজ এর স্লাব নির্মাণ।	১.০০	
১৯	শংকরপাশা	শংকরপাশা ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডের কালিকাঠি কে এস বি নুরাণী মাদ্রাসার ছাদ নির্মাণ।	২.৫	
২০		পিরোজপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।	২.০০	PIC
২১	দূর্গাপুর	০৭নং ওয়ার্ডের বাজুকাঠী মোঃ জলিল হালদার এর বাড়ী বাড়ীর সামনে হইতে উত্তর বাজুকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ।	৪০০,০০০.০০	
		০৫নং ওয়ার্ডের রিপন বৈদ্য এর বাড়ীর সামনে গার্ডার ব্রীজ হইতে গৌরাঙ্গ মন্ডল বাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ।	৩০০,০০০.০০	
২২		দূর্গাপুর ০৪নং ওয়ার্ডের বাগরী ঠাকুরবাড়ী সার্বজনীন মন্দির সংস্কার	৪০০,০০০.০০	
২৩	**কলাখালী**	০৪নং ওয়ার্ডের রাজারকাঠী হাওলদার বাড়ী জামে মসজিদ হইতে মাঝি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ।	২০০,০০০.০০	PIC
		০১নং ওয়ার্ডের কলখালী লোকমান সেখের বাড়ী হইতে রফিক ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং করণ।	১০০,০০০.০০	
		০৮নং ওয়ার্ডের দাউদপুর আজাহার সিকদারের বাড়ী হতে আকব্বর আলীর বাড়ির আভিমুখে রাস্তা ইট সলিং করণ।	১০০,০০০.০০	
		০৭নং ওয়ার্ডের উত্তর চরপুখলিয়া আমজাদ শেখের বাড়ির সামনে লোহার পোল সংস্কার।	১০০,০০০.০০	
		০৩নং ওয়ার্ডের পান্তাডুবি আবু ডাকুয়ার বাড়ি হতে বাবুল ডাকুয়ার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং রাস্তা করণ।	১০০,০০০.০০	
			৪৮৫০০০০	

সপ্তম অধ্যায়
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ফরম-ক
(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)
বাজেট সার সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বৎসরের বাজেট
১		২	৩	৪
		২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	১,৪৬,৬৮,৬৬৪.৪৩	১,৪৯,২৭,৫৬০.৩৭	১,৫০,০০,০০০/-
	অনুদান	-		
	মোট প্রাপ্তি	১,৪৬,৬৮,৬৬৪.৪৩		
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	১,৪৩,৩৬,৪৮৪.৯৫	৬৯,১৬,৪৮১.৪৮	৭০,০০.০০০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত / ঘাটতি (ক)	৩,৩২,১৭৯.৪৮	৮০,১১,০৭৮,৮৯	৮০,০০,০০০/-
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান	১,৫১,২৬,৬৪৮.৯৫	১০,৭৮২,০৪৫.১০	১১,০০০,০০০/-
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	-	-	-
	মোট: (খ)	১,৫১,২৬,৬৪৮.৯৫	১,০৭.৮২,০৪৫.১০	১,১০,০০,০০০/-
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	১,৫১,২৬,৬৪৮.৯৫	১০,৭৮২,০৪৫.১০	১০,৭৮২,০৪৫.১০
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,৫১,২৪৯৪৮.৯৫	১০,৭৮২,০৪৫.১০	১১,০০০,০০০/-
	সার্বিক বাজেট উদ্দৃত্ত/ ঘাটতি	১,৭০০/-	-	-
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১জুলাই)			
	সমাপ্তি জের			

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন; উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

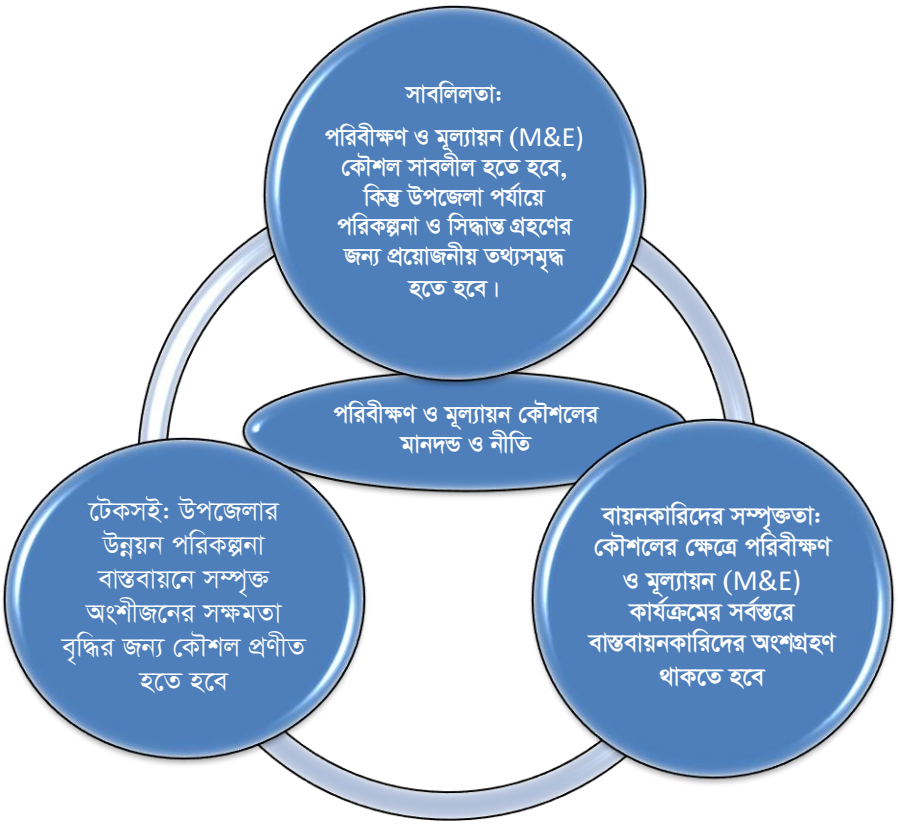

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

সারণী ১: ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন (. . . . . অর্থ বছরের . . . . . ত্রৈমাসিক)

প্রতিটি খাতের প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক (output Indicator)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Target)	এই তারিখ পর্যন্ত সম্পাদন	এই তারিখ পর্যন্ত উপকারভোগী	এই তারিখ পর্যন্ত আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	এই তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত অর্থ ছাড় / ব্যায়
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

সারণী ২: বার্ষিক অগ্রগতি / সম্পাদন প্রতিবেদন (. . . . . .অর্থ বছর)

খাত ভিত্তিক প্রকল্প/ স্কিম	ফলাফলসূচক(Outputs Indicators)	অভিষ্ট লক্ষ্য (Targets)	সম্পাদন (Accomplishment)	উপকারভোগী খাত (Beneficiary Sector)	আওতাভূক্ত এলাকা	প্রাক্কলিত বাজেট	প্রকৃত বরাদ্দ
১.সামাজিক খাত							
২.অর্থনৈতিক খাত							
৩.অবকাঠামো							
৪.পরিবেশ							

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেতও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চুড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশল:

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।